www.priofaridpur.com

সৈয়দ আব্দুর রব

১৯০৫ সাল

ফরিদপুর সদর উপজেলার গেরদা নামক গ্রামে

সৈয়দ আব্দুর রব ১৯০৫ সালে গেরদা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ শাহ মীর আকমল আলী ইস্কুল ইন্সপেক্টার ছিলেন।

প্রাক-স্বাধীনতাকালে যে মনীষীগণ বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়কে অজ্ঞনতার বিবর থেকে জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন-সৈয়দ আব্দুর রব তাদের মধ্যে অন্যতম। ফরিদপুর জেলার গৌরব সন্তান সৈয়দ আব্দুর রব ১৯২৮ সালে বাংলা ১৩৩৫ সালের ১ লা বৈশাখ মুসলমান যুবকবৃন্দকে নিয়ে খাদেমুল ইনসান নামে একটি সেবামূলক সমিতি গঠন করেন। এই সমিতিটি প্রথমে ফরিদপুরে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীকালে অল্প সময়ের মধ্যে পাক-ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আশ্চর্যজনক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে ও ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করে যা সত্যিই অবাক করার মত বিষয়।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত খাদেমুল ইনসান সমিতির শাখা ফরিদপুর, ঢাকা, নদীয়া, কলকাতা, বিহার, আসাম, শ্রীহট্ট এলাকাসহ পাক-ভারতের প্রায় প্রতিটি জেলা শহর, মহকুমা ও পল্লী অঞ্চলগুলিতে ব্যাপকভাবে গড়ে উঠেছিল। এ সমিতির সভাপতি ছিলেন ইউসুফ আলী চৌধুরী, হিসাব নিরীক্ষক ছিলেন- খান বাহাদুর ইসমাইল ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন সম্পাদক-সৈয়দ আব্দুর রব নিজেই। এই সমিতির পৃষ্টপোষক ছিলেন-খান বাহাদুর আলীমুজ্জামান চৌধুরী, মোলভী তমিজউদ্দীন খান, মৌলবী মোয়াজ্জেম হোসেন লাল মিয়া। এই সমিতির উদ্দেশ্য ও আদর্শকে প্রচার ও প্রসার করার মহান প্রেরণায় সমিতির তরফ থেকে মোয়াজ্জিন নামক ত্রৈমাসিক মুখমাত্র প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকাটি প্রথমে ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হলেও অনতিকাল পরেই দ্বিমাসিক ও পরে মাসিক পত্রিকায় রুপান্তরিত হয়। মোয়াজ্জিন পত্রিকাটি মূলত সৈয়দ আব্দুর রবের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্য সেবার ক্ষেত্রে এ পত্রিকার দান অনস্বীকার্য। পত্রিকাটির সাহিত্যের মান ও মহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে তৎকালীন সুধী সমাজ উচ্ছাসিতভাবে প্রশংসা করেছেন। একালের কবি সাহিত্যিকগণ প্রায় সবাই মোয়াজ্জিনের লেখক ছিলেন। এর মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, ডাঃ মোহাম্দ শহীদুল্লাহ, কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, সুফী মোতাহার হোসেন, আবু নঈম বজলুর রশীদ, জসীম উদদীন, আলী মিয়া, সুফিয়া কামাল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। মেয়াজ্জিন পত্রিকাটি ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত হলেও কলকাতায় ও এর শাখা অফিস খোলা হয়।

সৈয়দ আব্দুর রব সম্পাদিত উক্ত সমিতির অপর একটি মুখপাত্রের নাম দি সার্ভেন্ট অফ হিউম্যানিটি। সৈয়দ আবদুর রবের বাংলা ও ইংরেজীতে লিখিত প্রবন্ধগুলির মোয়াজ্জিন ও দি সার্ভেন্ট অফ হিউম্যানিটিতে ইতঃস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এ সব প্রবন্ধ তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক চেতনায় উজ্জল। তিনি তাঁর লেখায় সমাজের বিবিধ সমস্যার সঙ্গে সমাধানের সন্ধান দিতেও প্রয়াস পেয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গার ফলে খাদেমুল ইনসান সমিতি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৬ সালের দাঙ্গার ফলে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আব্দুর রব ফরিদপুর ফিরে আসতে বাধ্য হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বিশ্বভাস্কর, বিশ্বসভ্যতা ও ইসলাম, বিশ্বমুক্তি, জীবন ও সাহিত্য, বিশ্ব সাহিত্য, পয়গাম –ই-পাকিস্তান, নজরুল নামা, বিশ্ব-ধর্ম-সাহিত্য-সভ্যতা ইত্যাদি।

১৯৬৯ সালের ২১ শে ডিসেম্বর ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।